তপন সিংহ পরিচালিত

এস, বি, ফিল্মস্ প্রাঃ লিঃ নিবেদিত

ক্ষুধিতের অতিথি

প্রযোজনা

ভোলানাথ রায়

সঙ্গীত

হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

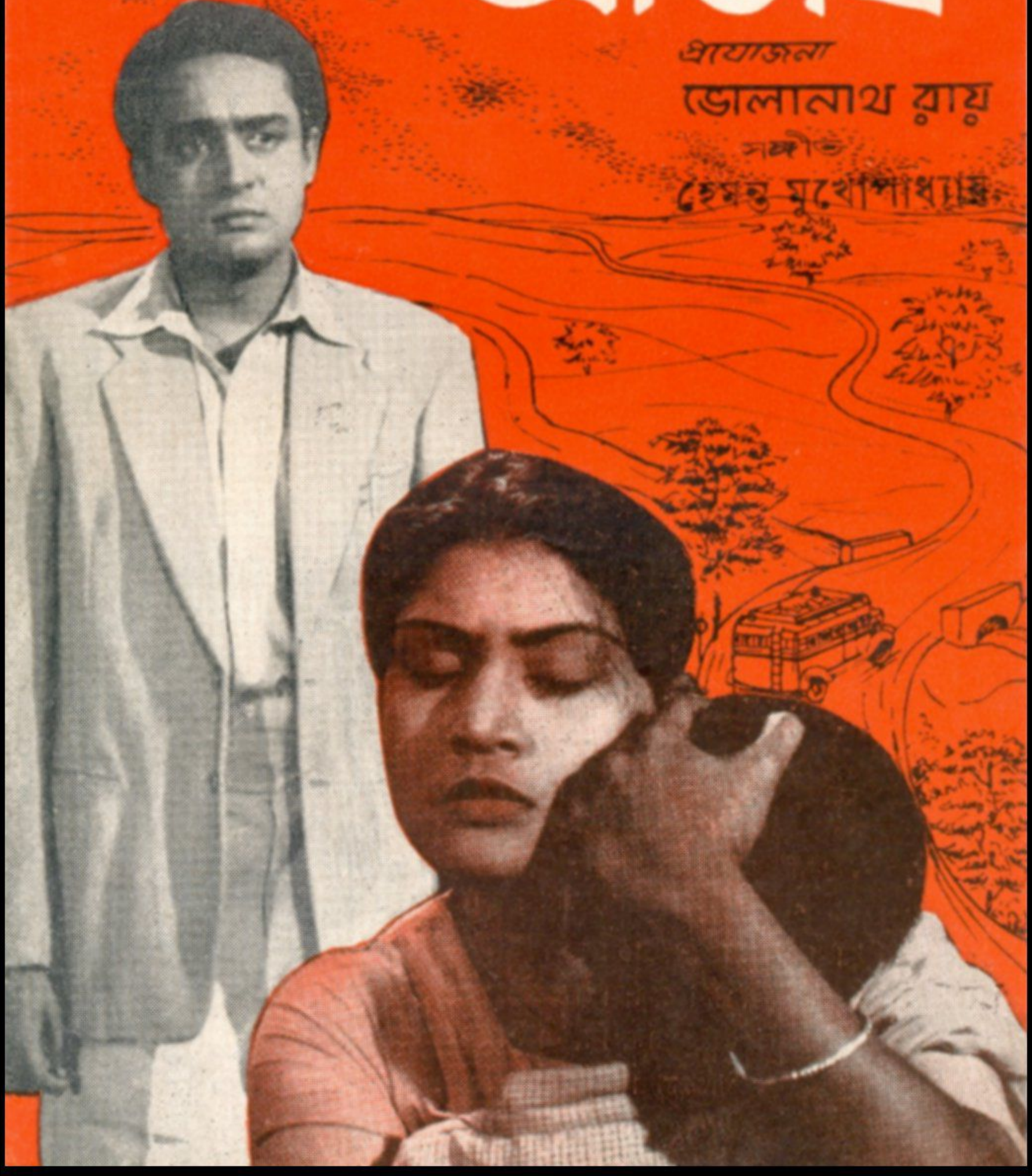

এস, বি, ফিল্মস্ প্রাঃ লিঃ এর

প্রথম নিবেদন

ক্ষণিকের অতিথি

(৺তুলসী লাহিড়ীর পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত)

কাহিনী : নির্মল কুমার সেনগুপ্ত

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : **তপন সিংহ** সঙ্গীত : **হেমন্ত মুখার্জি**

প্রযোজনা : **বি, এন, রায় ও সুবোধ রায়**

চিত্রশিল্পী : অনিল ব্যানার্জি

শব্দযন্ত্রী : অতুল চ্যাটার্জি (অন্তর্দৃশ্যে)
অবনী চ্যাটার্জি (বহির্দৃশ্যে)

সঙ্গীত ও পুনঃ শব্দযোজনা :
সত্যেন চ্যাটার্জি

শিল্প নির্দেশক : সুনীতি মিত্র

সম্পাদনা : সুবোধ রায়

রূপসজ্জা : মদন পাঠক

ব্যবস্থাপনা : শ্যামল চক্রবর্তী

কর্মসচিব : রতন চক্রবর্তী

স্থিরচিত্র : স্টুডিও রেনেসাঁ

প্রচার পরিকল্পনা : ক্যাপ্‌স্

পটশিল্পী : কবি দাশগুপ্ত

সহকারীবৃন্দ :

পরিচালনায় : পীযূষ বসু, বলাই সেন ॥ চিত্রশিল্পে : মণীষ দাশ গুপ্ত, অমূল্য দত্ত, শঙ্কর গুহ ॥ শব্দযন্ত্রে : সুজিত সরকার ॥ সম্পাদনায় : মিহির ঘোষ ॥ শিল্পনির্দ্দেশনায় : প্রসাদ মিত্র ॥ রূপসজ্জায় : গোপাল হালদার, সত্যেন ঘোষ
সঙ্গীত পরিচালনায় : সমরেশ রায়, অমল মুখার্জি

অভিনয়ে :

রুমা গাঙ্গুলী, শ্রীমান তরুণ, নির্মলকুমার
ছবি বিশ্বাস, রাধামোহন ভট্টাচার্য
৺তুলসী লাহিড়ী, নৃপতি চ্যাটার্জি, অনিল চ্যাটার্জি, দিলীপ রায়, শৈলেন মুখার্জি
রবীন ব্যানার্জি, দেবী নিয়োগী, রসরাজ চক্রবর্তী, সাধন সেনগুপ্ত,
পরিতোষ রায়, অতনু কুমার, কেষ্ট দাস, অজিত চ্যাটার্জি,
গীতা দাস, অজন্তা কর, উমা মেনন, প্রভাবতী জানা, কণা রায় ।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার :

ডাঃ সরোজ মুখার্জি, ডাঃ প্রশান্ত বোস, শ্রীইন্দ্র বিশ্বাস, শ্রীশঙ্কর মিত্র,
শ্রীগৌরীপ্রসন্ন মজুমদার, মহেন্দ্র দত্ত (ছাতা)
হসপিটাল এ্যাপ্লায়েন্সেস্, ব্যানার্জি এণ্ড মুখার্জি সারজিক্যালস্,
জয় ইঞ্জিনিয়ারিং, ম্যাগনোলিয়া ।

ফিল্ম সার্ভিসেস ল্যাবরেটরীতে বিজন রায়ের তত্ত্বাবধানে পরিস্ফুটিত ও
ষ্টুডিও সাপ্লাই কো-অপারেটিভ সোসাইটি প্রাঃ লিমিটেড-এ
আর, সি, এ, শব্দযন্ত্রে গৃহীত ।

পরিবেশনা : **ছায়ালোক প্রাঃ লিঃ**

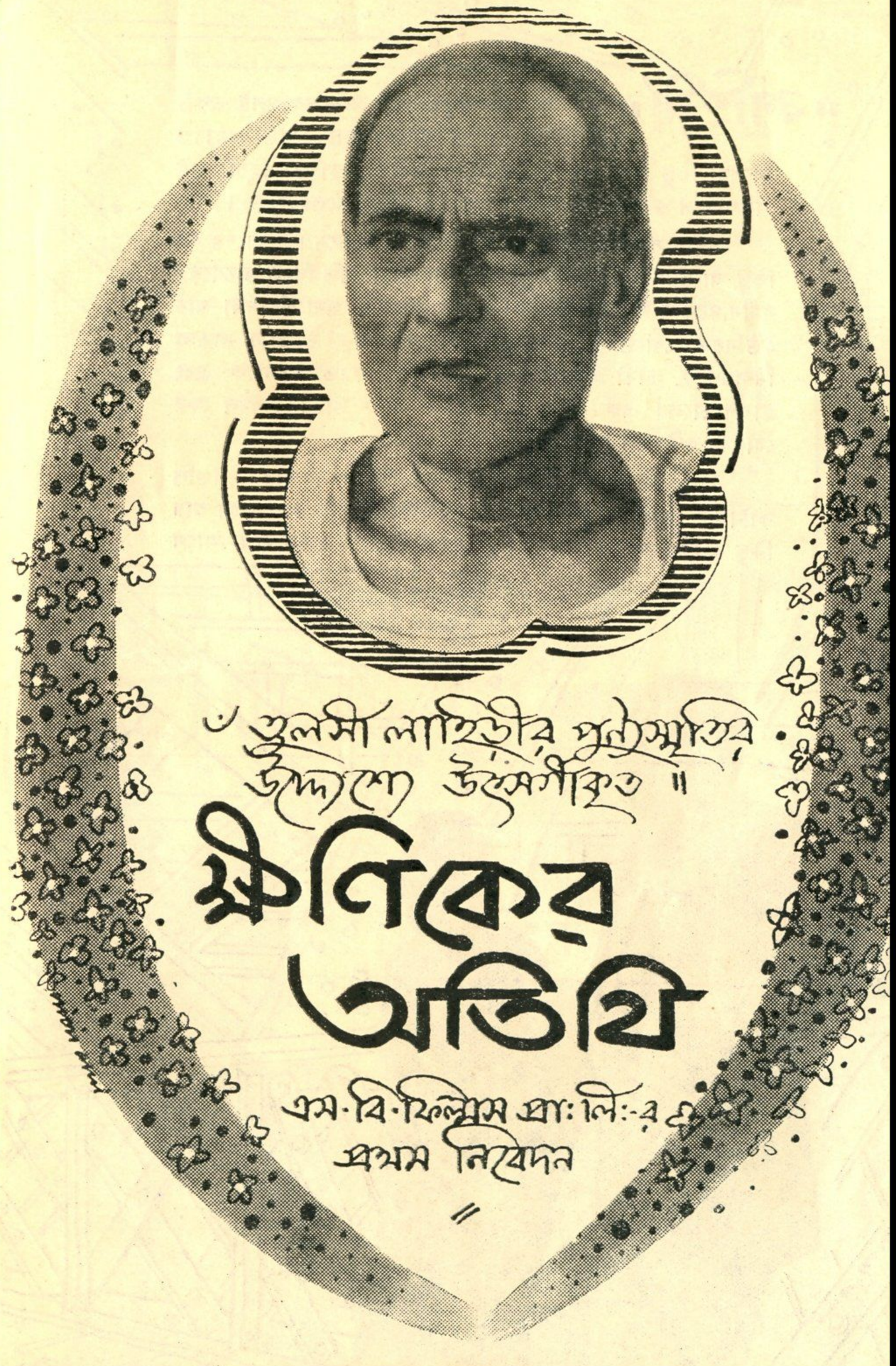

"কাহিনী"

বাংলার সুদূর পল্লী অঞ্চলের ছোট্ট একটি হাসপাতাল। হাসপাতাল ছোট, সাজ-সরঞ্জামও বিশেষ কিছু নেই, তবু পল্লীবাসিদের অসীম আস্থা ও ভরসা এই হাসপাতাল ও হাসপাতালের একমাত্র ডাক্তার বিমলের ওপর।

পল্লীর সকলেই চিকিৎসার জন্য আসেন এখানে। যাদের সব কিছু আছে আর যাদের কিছুই নেই, সকলের প্রতি বিমল ডাক্তারের সমান দরদ ও সমান ব্যবহার। তাই সাধারণ ওয়ার্ডে দেখা যায় ইউনিয়ন বোর্ডের সভাপতি মাধব পালকে, ছন্নছাড়া মাতাল নিবারণকে, চাষী ইসমাইলকে ও লড়াই ফেরত রতনাকে এবং হাসপাতালের এক পাশে চাটুজ্যেকে যাকে ডাক্তার বিমল ক্ষয় রোগের রুগী বলে সন্দেহ করে।

এদের নিয়ে আর এদের মাঝে কর্মব্যস্ত বিমল তার দিনগুলি কাটায়। আত্মীয়-বন্ধু বিহীন বিমলের জীবনে যেন কাজ ছাড়া আর কিছু কামনা নেই, বাসনা নেই। একদিন হঠাৎ এদের মধ্যে আসে

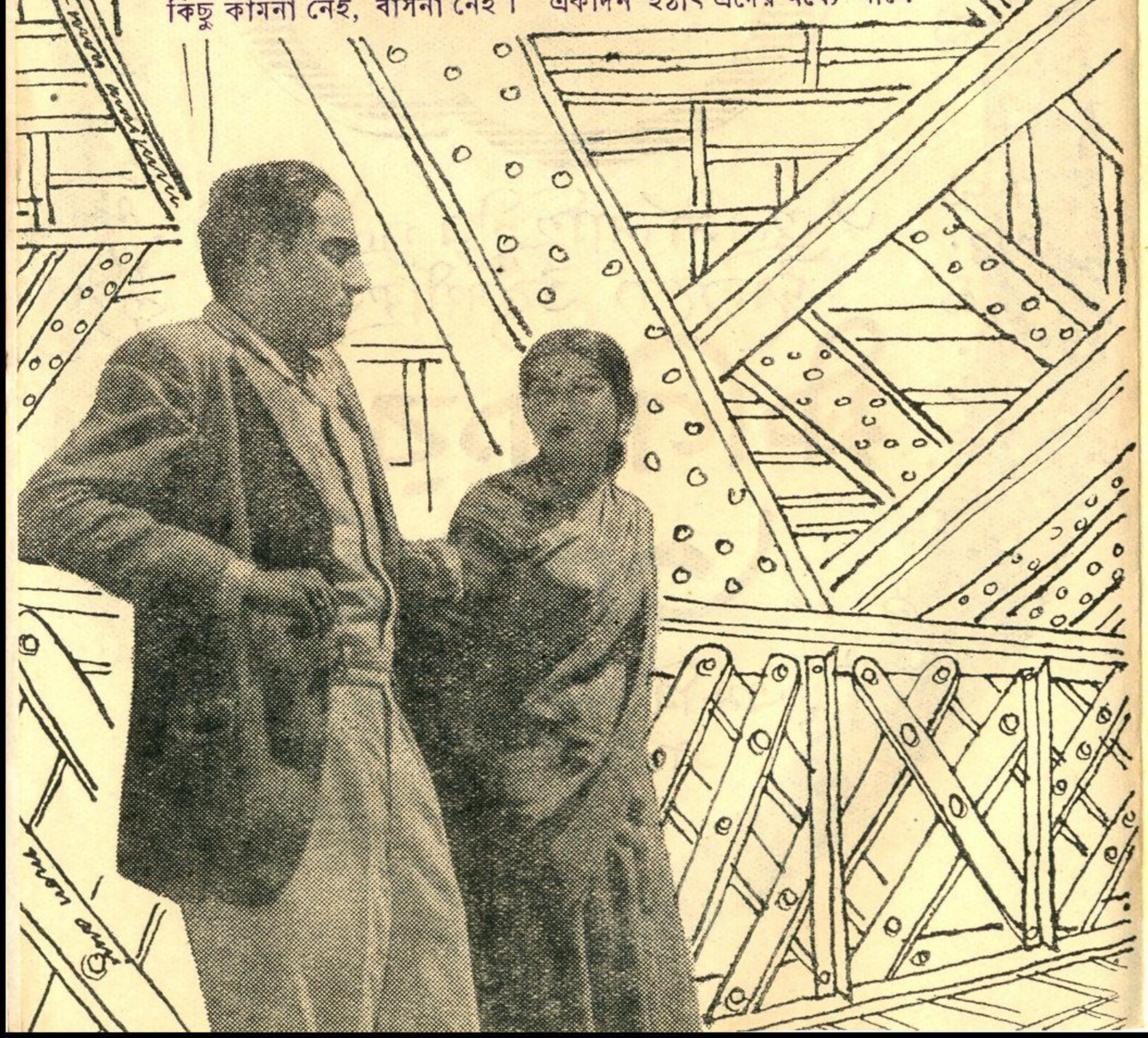

বিমলের কলেজ জীবনের সাথী মিতা তার একমাত্র ছেলে বাবুকে নিয়ে। মিতার পরনে সাদা থান কাপড় দেখে বিমল তার সামাজিক অবস্থাটা বুঝে নেয়।

মিতার কাছ থেকে বিমল জানলো মিতার জীবনে বিপর্য্যয়ের কথা। বিয়ের কিছুদিন পরেই ট্রেন দুর্ঘটনায় মিতার স্বামী মারা যান। স্বামীর মৃত্যুর পর মিতাকে জীবিকার সন্ধানে বেরোতে হয়। মিতা বাইরে যাবার সময় ছেলেকে প্রতিবেশীদের কাছে রেখে যেত। একদিন বাবু সিঁড়ি থেকে পড়ে যায় ও একটা পা জখম হয়। বাবুর বয়স বাড়ে কিন্তু জখম পাটা ক্রমশঃ শক্তিহীন হয়ে পড়ে। মিতা তার সাধ্যমত চিকিৎসা করিয়েছে, কিন্তু কোন উন্নতিই দেখা যায়নি। তাই মিতা এসেছে বিমলের কাছে বুক ভরা আশা নিয়ে।

স্মৃতির বেড়া ডিঙিয়ে বিমলের মন চলে যায়—কলেজ জীবনে। টুকরো টুকরো ঘটনা মনে পড়ে, আবার মিলিয়ে যায়। মন ফিরে আসে বাস্তবে। বিমল আশ্বাস দেয় মিতাকে।

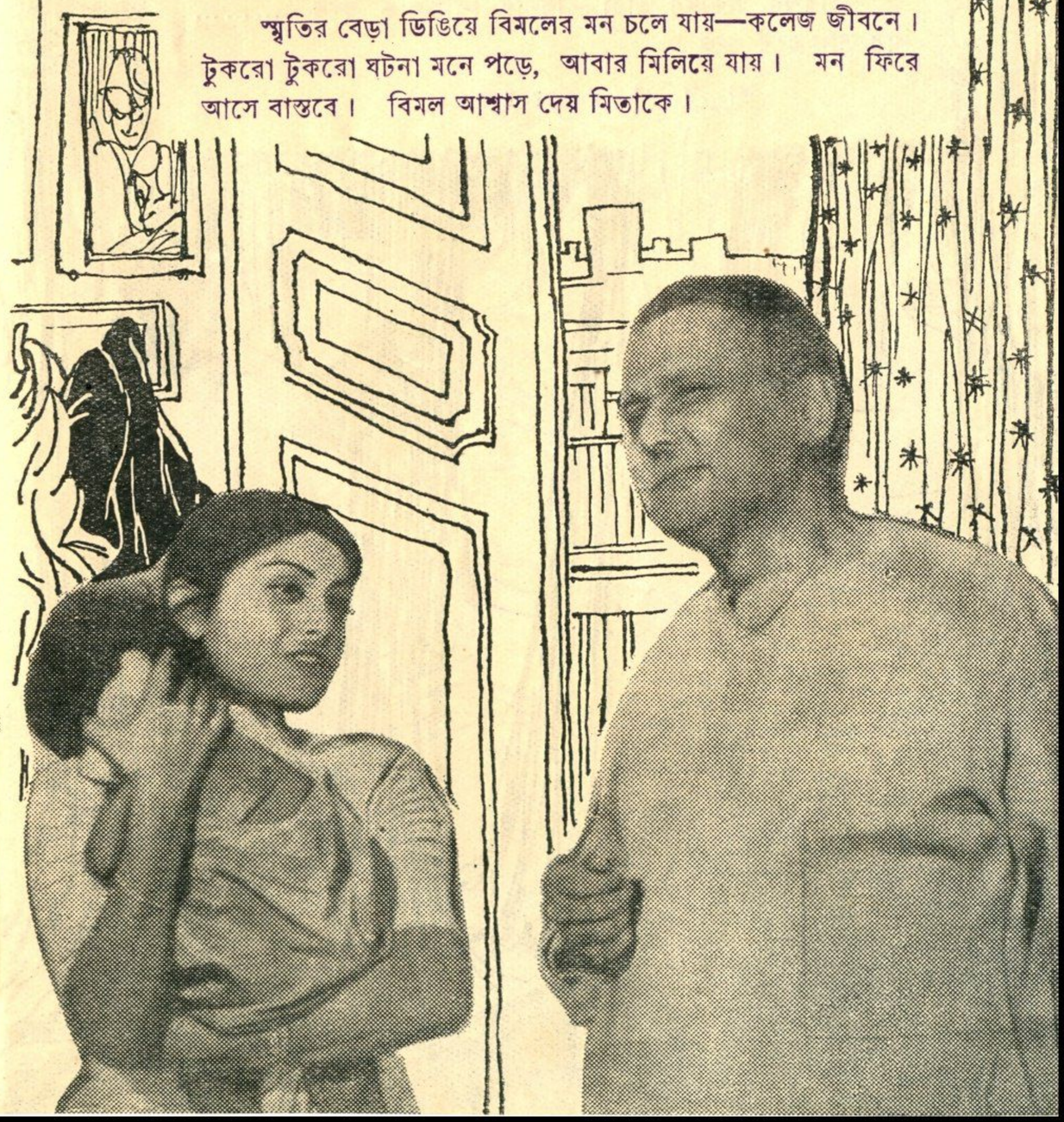

বিমল মিতা ও বাবুকে নিজের কোয়ার্টারেই নিয়ে আসে। তারপর সুরু হয় ওদের সংগ্রাম। টিউবারকুলার হিপজয়েণ্টে বাবুর পা একেবারে অসাড় হয়ে গিয়েছে। চিকিৎসা সময় ও ব্যয় সাপেক্ষ। কিন্তু বাবুকে সারিয়ে তুলতেই হবে, নয়তো সারা জীবন ওকে পঙ্গু হয়ে থাকতে হবে।

সমাজ একদিন দুটী তরুণ হৃদয়কে এক হতে দেয় নি— আজ বহুদিন পরে সমাজের ভ্রুকুটী উপেক্ষা করে বিমল আর মিতা এক সাথে লড়াই চালায় এই দারুণ রোগের বিরুদ্ধে..... একটী নিভে আসা জীবনকে পুনর্জ্জীবিত করতে তাদের ঐকান্তিকতা দিয়ে..... নিষ্ঠা দিয়ে..... ভালবাসা দিয়ে.....

তারপর একদিন তারা সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে..... বাবু ভাল হয়ে ওঠে.....

তা...র...প...র... ? ? ?

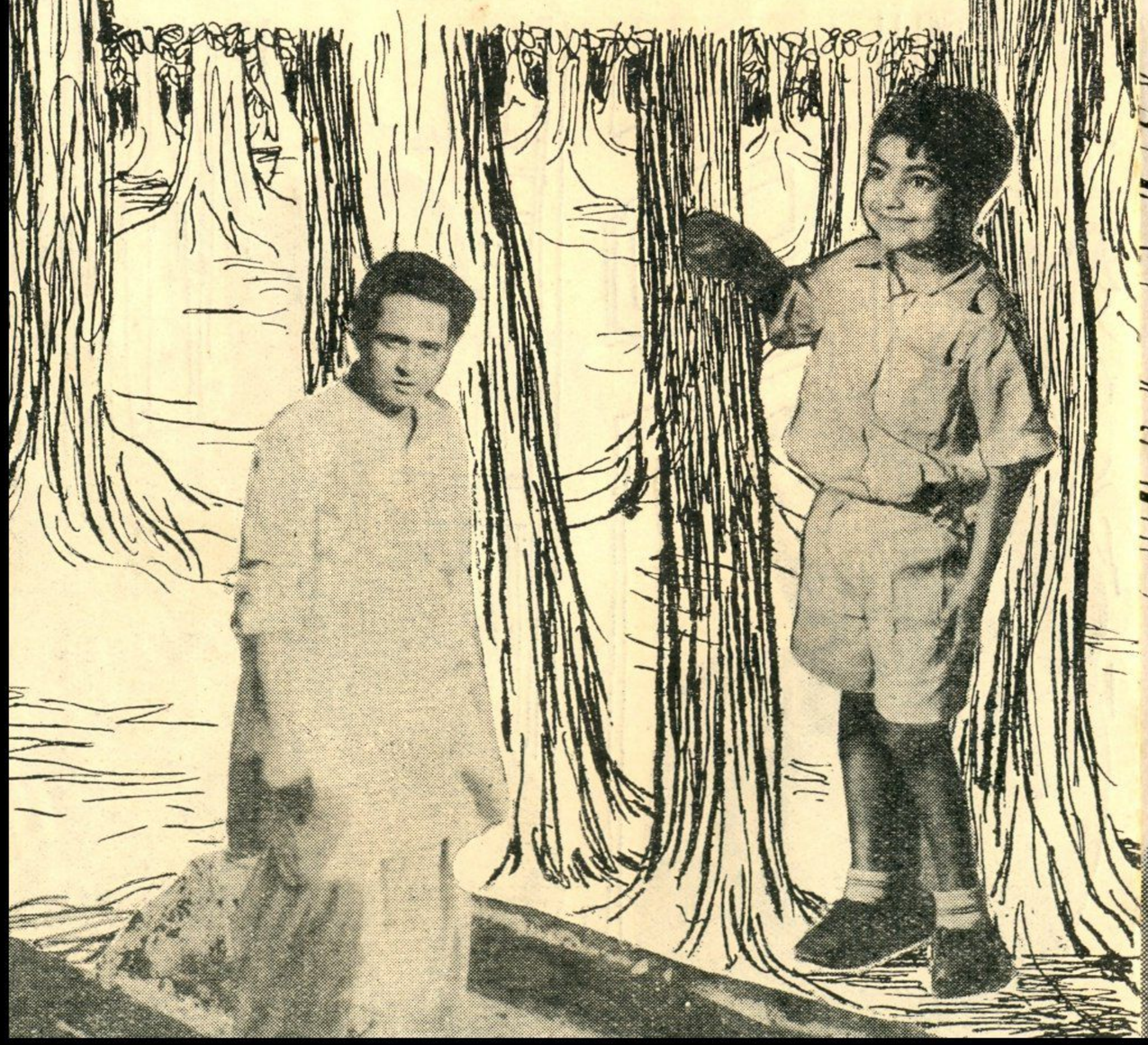

গান

(১)

মা ধ ব

মাধব এসে কলিকালে
পাপী তাপীর প্রাণ জুড়ালে।
ও নামের মন্ত্রগুণে
পার হয়ে যায় সর্বজনে,
আহা, তুমি আছ জানি মোদের
জীবন নায়ের ভাঙ্গা হালে।

(২)

কে তুমি বসি নদীকুলে একেলা ?
কার লাগি এত উতলা ?
কে তুমি বসি নদীকুলে একেলা ?
কে তরী বাহি' আসিবে গাহি ?
খেলিবি তার সনে কি খেলা - কি খেলা ?
কে তুমি বসি নদীকুলে একেলা ?
সারা বেলা গাঁথ মালা
ঘরের কাজে একি হেলা
ছলনা করি আন গাগরী
কার লাগি বল অবেলা
কে তুমি বসি নদীকুলে একেলা ?

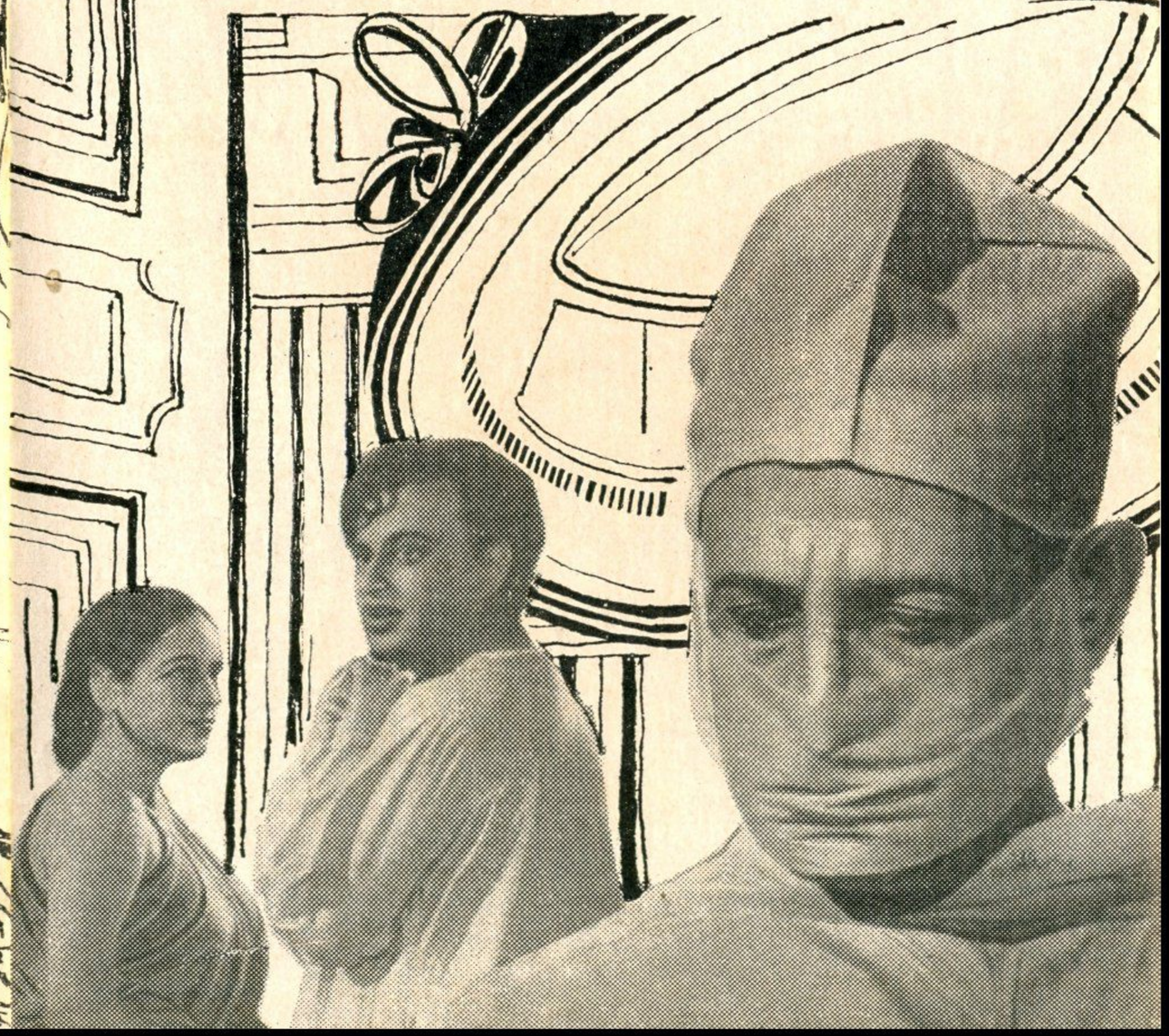

আমাদের পরিবেশনায় পরবর্তী আকর্ষণ

মৃণাল সেন পরিচালিত

কল্লোল ফিল্মস্-এর

বাইশে শ্রাবণ

সঙ্গীত • হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

মুক্তি প্রতীক্ষায়

✤

এ, পি, প্রোডাকসন্স এর নিবেদন

অজয় কর পরিচালিত

সুবোধ ঘোষের

জতুগৃহ

শ্রেষ্ঠাংশে • উত্তম কুমার

দ্রুত প্রস্তুতির পথে

ন্যাশনাল আর্ট প্রেস, কলিকাতা ১৩ হইতে মুদ্রিত